রেজিস্টার্ড নং ডিএ-১

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১৮

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অফিস আদেশাবলি

তারিখ : ৯ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং সিএজি/জিবি-২/১০৭/পার্ট-৫০/১২৪—জনাব শামসুন নাহার মুক্তার, উপ-সহকারী অর্থ নিয়ন্ত্রক, সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার (নেভী) এর কার্যালয় মিরপুর-১৪, ঢাকা এর জন্ম তারিখঃ ৩১-১২-১৯৫৮ খ্রিঃ। তাঁর বয়স ৩০-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ৫৯ বছর পূর্ণ হয়েছে। উক্ত তারিখে সরকারী বিধি মোতাবেক তাঁর অবসর গ্রহণ কার্যকর হওয়ায় তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁকে ৩১-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনে অবসরোত্তর ছুটির মঞ্জুরী আদিষ্ট হয়ে জারি করা হলো।

নং সিএজি/জিবি-২/১০৭/পার্ট-৪৫/১২৫—জনাব মোঃ শাহাদত আলী, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ অফিসার, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা এর জন্ম তারিখঃ ১৫-০১-১৯৫৯ খ্রিঃ। তাঁর বয়স ১৪-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৫৯ বছর পূর্ণ হবে। উক্ত তারিখে সরকারী বিধি মোতাবেক তাঁর অবসর গ্রহণ কার্যকর হওয়ায় তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁকে ১৫-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনে ১২ (বার) মাস অবসর উত্তর ছুটির মঞ্জুরী আদিষ্ট হয়ে জারি করা হলো।

নং সিএজি/জিবি-২/১০৭/পার্ট-৪৪/১২৬—জনাব নূরুন নাহার খানম, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সিএও/কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর জন্ম তারিখঃ ১২-০১-১৯৫৯ খ্রিঃ। তাঁর বয়স ১১-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ৫৯ বছর পূর্ণ হবে। উক্ত তারিখে সরকারী বিধি মোতাবেক তাঁর অবসর গ্রহণ কার্যকর হওয়ায় তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁকে ১২-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনে ১২ (বার) মাস অবসর উত্তর ছুটির মঞ্জুরী আদিষ্ট হয়ে জারি করা হলো।

মোঃ নওসাদ হোসেন
অতিঃ উপ-মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (প্রশাসন)।

বিভাগীয় কমিশনার অফিস, চট্টগ্রাম।
(রাজস্ব শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং ০৫.৪২.০০০০.০২১.২৮.০০১.১৮-০৪—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৩০-০৮-২০১৭ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১৯.০২৯.১৭-৬৫৯ নং প্রজ্ঞাপনমূলে চট্টগ্রাম বিভাগে ন্যস্তকৃত ও যোগদানকৃত নিম্নবর্ণিত সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে তাঁদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত উপজেলা ভূমি অফিসে পদায়ন/বদলি করা হল:

কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর ও নিজ জেলা	পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল	বদলি/পদায়নকৃত কর্মস্থল
বেগম শাহরীন ফেরদৌসী (১৭৪৯৭) নিজ জেলা-চট্টগ্রাম স্পাউসের জেলা-চট্টগ্রাম	সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিভাগীয় কমিশনারের অফিস, চট্টগ্রামে ন্যস্তকৃত ও যোগদানকৃত	উপজেলা ভূমি অফিস লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর
জনাব হাসান মারুফ (১৭৫৬৩) নিজ জেলা-চট্টগ্রাম স্পাউসের জেলা-কুমিল্লা	সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিভাগীয় কমিশনারের অফিস, চট্টগ্রামে ন্যস্তকৃত ও যোগদানকৃত	উপজেলা ভূমি অফিস মহেশখালী, কক্সবাজার

কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর ও নিজ জেলা	পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল	বদলি/পদায়নকৃত কর্মস্থল
জনাব মোঃ রায়হান মেহেবুব (১৭৫৬৮) নিজ জেলা-চাঁদপুর স্পাউসের জেলা-চাঁদপুর	সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিভাগীয় কমিশনারের অফিস, চট্টগ্রামে ন্যস্তকৃত ও যোগদানকৃত	উপজেলা ভূমি অফিস মুরাদনগর, কুমিল্লা
জনাব এ. টি. এম. মোর্শেদ (১৭৫৯৫) নিজ জেলা-চট্টগ্রাম	সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিভাগীয় কমিশনারের অফিস, চট্টগ্রামে ন্যস্তকৃত ও যোগদানকৃত	উপজেলা ভূমি অফিস রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
জনাব মোহাম্মদ আলী (১৭৬০৬) নিজ জেলা-সিরাজগঞ্জ	সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিভাগীয় কমিশনারের অফিস, চট্টগ্রামে ন্যস্তকৃত ও যোগদানকৃত	উপজেলা ভূমি অফিস মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

২। বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে তাঁদের কর্মস্থলের অধিক্ষেত্রের মধ্যে ভূমি বিষয়ক সরকারি পাওনাদি আদায়ের নিমিত্ত সরকারি দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ এর ৩(৩) ধারামতে সার্টিফিকেট অফিসারের ক্ষমতা অর্পণের মঞ্জুরি (Sanction) প্রদান করা হল।

৩। বর্ণিত কর্মকর্তাগণ অদ্য ০২-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখ অপরাহ্নে এ কার্যালয় হতে অবমুক্ত মর্মে গণ্য হবেন। তাঁদেরকে এ কার্যালয় হতে কোন বেতন-ভাতাদি প্রদান করা হয়নি।

৪। বর্ণিত কর্মকর্তাগণ অনতিবিলম্বে পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান করবেন। বর্ণিত কর্মকর্তার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৩০-০৮-২০১৭ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১৯.০২৯.১৭.৬৫৯ নং প্রজ্ঞাপন-এর ০৩নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণে একজন অভিজ্ঞ সহকারী কমিশনার (ভূমি)র তত্ত্বাবধানে ১৫(পনের) দিন সংযুক্ত রেখে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোমিনুর রশিদ আমিন
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)।

কর কমিশনারের কার্যালয়
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম

অফিস আদেশ

তারিখ : ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং প্রা(স)-৭(৪)/কঅ-৩(চট্ট)/২০১৭-২০১৮/১২৩২—জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নথি নং-০৮.০১.০০০০.০১৯.১৯.০০৫.০৫/ ১২৬৫ (১৫) তারিখঃ ২৮-১২-২০১৭ ইং মোতাবেক কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রামে কর্মরত নিম্নোক্ত উপ কর কমিশনার কে তাহার নামের পার্শ্বে বর্ণিত কর অঞ্চলে বদলি করায় অদ্য ১৮-০১-২০১৮ ইং তারিখ (অপরাহ্নে) নতুন কর্মস্থলে যোগদানের জন্য অত্র কর অঞ্চলের দায়িত্ব হইতে অবমুক্ত করা হইল।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	বদলিকৃত কর্মস্থল
০১।	জনাব সুধাংশু কুমার সাহা, উপ কর কমিশনার, কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম।	কর অঞ্চল-৩ ঢাকা

বদলিকৃত কর্মকর্তাকে অবিলম্বে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল।

মোঃ মোতাহের হোসেন
কর কমিশনার।

খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৯ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৪৯—অত্র দপ্তরের ১৯-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ২৩৬১ নং স্মারকে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পদ ও স্থানে বদলি করা হয় :

১। জনাব গাজী মোঃ মাজহারুল আনোয়ার, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, তালা, সাতক্ষীরা—উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

২। জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চ.দা.), কুমারখালী, কুষ্টিয়া—উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চ.দা.), তালা, সাতক্ষীরা।

৩। জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কেশবপুর, যশোর—উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চিতলমারী, বাগেরহাট।

৪। জনাব মোফাক্কারুল ইসলাম, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চ.দা.), দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা—উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চ.দা.), আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

এক্ষণে, উপরোল্লিখিত কর্মকর্তাগণকে আগামী ১১-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখের মধ্যে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হলো। অন্যথায়, আগামী ১৪-০১-২০১৮খ্রি. তারিখ হতে উক্ত কর্মকর্তাগণ তাৎক্ষণিকভাবে কর্মবিমুক্ত বলে গণ্য হবেন।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

তারিখ : ১৪ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং ৭৪—খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ১০-০৪-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৬০৫ নং স্মারকে জনাব বেগম ফারজানা পপি, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চ. দা.), বদলগাছি, নওগাঁকে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (চ. দা.), পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর হিসাবে বদলি করা হয়। এক্ষণে, উক্ত বদলি আদেশটি এতদ্দ্বারা বাতিল করা হলো।

এতে মহাপরিচালকের অনুমোদন রয়েছে।

মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ২২৯৪—খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ১৯-১০-২০১৭ খ্রি. তারিখের ১৯২০ নং প্রজ্ঞাপনটি মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনের রীট পিটিশন নং ১৫৫৬০/২০১৭ এর রুলনিশির প্রেক্ষিতে ০৬-০২-২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করা হলো।

মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১১ জানুয়ারি ২০১৮ খিঃ

নং ৬৩—খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগের ১৯-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ২৩৬১ নং স্মারকে অন্যান্যদের সহিত জনাব মোঃ হাসান মিয়া, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহকে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট হিসাবে বদলি করা হয়। এক্ষণে, উক্ত বদলি আদেশে তার অংশটুকু আগামী ১৮-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করা হলো।

এতে মহাপরিচালকের অনুমোদন রয়েছে।

তারিখ : ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ

নং ২৪২৭—নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পদ ও স্থানে বদলি করা হলো ঃ

১. জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া—উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কেশবপুর, যশোর।

২. জনাব এ. কে. এম. শহিদুল হক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট—উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।

৩. জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান তালুকদার, সহকারী উপপরিচালক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খুলনা—উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।

ক্রমিক নং ২ কে প্রশাসনিক কারণে এবং ক্রমিক নং ১ ও ৩ প্রশাসনিক প্রয়োজনে ও জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

এতে মহাপরিচালকের অনুমোদন রয়েছে।

মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
(সংস্থাপন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৬ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০৩.২৬৯২.০০২.১৮.১০২.১৭-৯৪৯—পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অধীনস্থ বিভিন্ন জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের নিম্নবর্ণিত উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণকে তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত ৪ নং কলামে উল্লিখিত কর্মস্থলে সংযুক্তিতে নির্দেশক্রমে বদলি করা হল :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মূল কর্মস্থল	সংযুক্তিতে বদলিকৃত কর্মস্থল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস মিরসরাই, চট্টগ্রাম।	সংযুক্তিতে সিলেট
২।	জনাব মোঃ মোবারক হোসেন উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর, জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস মিরসরাই, চট্টগ্রাম।	
৩।	জনাব মোঃ আব্দুল গফুর মিয়া উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস শিবালয়, মানিকগঞ্জ।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস মিরসরাই, চট্টগ্রাম।	
৪।	জনাব এস, এম আইয়ুব আলী উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস ধামরাই, ঢাকা জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	
৫।	জনাব ফেরদৌস খান উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস রানীসংকৈল, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	
৬।	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস নরসিংদী সদর, নরসিংদী, ঢাকা জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মূল কর্মস্থল	সংযুক্তিতে বদলিকৃত কর্মস্থল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৭।	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস কালিগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকা জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	
৮।	জনাব এ, কে, এম মাহাবুল আলম উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।	
৯।	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস সিংগাইর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	সংযুক্তিতে সাভার
১০।	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস কেরানীগঞ্জ, ঢাকা জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	সংযুক্তিতে সাভার
১১।	জনাব কাজী মোস্তাক আহম্মেদ উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস ডিমলা, রংপুর জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	
১২।	জনাব সনৎ কুমার কর্মকার উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা, রংপুর জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	
১৩।	জনাব মোঃ ফরহাদ আহাম্মদ ভূঞা উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	
১৪।	জনাব মোঃ ছরওয়ারদী উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ, সিলেট জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	
১৫।	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস রামগতি, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	
১৬।	জনাব নিজাম উদ্দিন উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস রায়পুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	
১৭।	জনাব মোঃ মাহতাব উদ্দিন উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস দেবহাটা, খুলনা জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	
১৮।	জনাব নীহার কান্তি ঘোষ উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, খুলনা জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	
১৯।	জনাব মোঃ মাহবুব আলম উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস মনিরামপুর, যশোর জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	সংযুক্তিতে বরিশাল।
২০।	জনাব মোঃ জাজাউল হক উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস ঠাকুরগাঁও সদর, দিনাজপুর জোন।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	
২১।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস ভালুকা, ময়মনসিংহ।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	
২২।	জনাব আব্দুস ছাত্তার সরকার উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	

২। ১, ৯, ১০ ও ১৯ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের সংযুক্তির আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মতিন-উল হক
পরিচালক (প্রশাসন)।

আদেশ

তারিখ : ১২ পৌষ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৮ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০৩.২৬৯২.০০২.১৯.০৮৯.১৭-১০—ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২৬-১২-২০১৭ খ্রি. তারিখের ৩১.০৩.২৬৯২.০০২.১৮.০৮৯.১৭-৯৫০ নং স্মারক আদেশে জনাব সরদার মোঃ মোস্তফা কামাল, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, মুন্সিগঞ্জ সদর, ঢাকা-কে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, চট্টগ্রাম জোনের অধীন মিরসরাই উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসে সংযুক্তির মাধ্যমে বদলি করা হয়েছে। এক্ষণে তার সংযুক্তির আদেশটুকু নির্দেশক্রমে বাতিল করা হল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মতিন-উল হক
পরিচালক (প্রশাসন)।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৯ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিআরটিএ/৬১এ/৯০-১৩৫—যেহেতু, জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ-ওএসডি) সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে স্বহস্তে লিখিত আবেদনে স্বাক্ষর করে শপথপূর্বক দুর্নীতি করার স্বীকারোক্তি প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনের মামলা নম্বর সজক/আইন/২০০৮/এনসিসি/২৬৮ এর দলিল দস্তাবেজ হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তিনি দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ আয় করেন। তিনি অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের দায় লিখিতভাবে শপথপূর্বক স্বীকার করে গত ০৩-১২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ১৭/২ নং চালানের মাধ্যমে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, তার উক্ত আচরণ ও কার্যকলাপ অফিস শৃঙ্খলার পরিপন্থি এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদারচণ ও দুর্নীতির সামিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদারচণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ৬/২০১২ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি বিভাগীয় মামলার অভিযোগের জবাব দাখিল না করে বিভাগীয় মামলার আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন (নং ৩৮৪৩/২০১২) দায়ের করেন। এদিকে জবাব দাখিলের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিভাগীয় মামলার অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১৬-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়; এবং

যেহেতু, তিনি ইতোমধ্যে রিট মামলা (নং ৩৮৪৩/২০১২) প্রত্যাহার করে বিভাগীয় মামলা (নং ৬/২০১২) নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করেন; এবং

যেহেতু, তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধিতে বর্ণিত চাকরি হতে বরখাস্তদণ্ড (Dismissal from service)) কেন প্রদান করা হবে না মর্মে এ কার্যালয়ের গত ২৫-০৫-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের বিআরটিএ/৬১এ/৯০-১৭৭৭ নং স্মারকমূলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ০৬-০৬-২০১৭ খ্রিঃ ২য় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন। ২য় কারণ দর্শানোর জবাব পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)বি) বিধি মোতাবেক তাকে বাধ্যতামূলক অবসরদন্ড (compulsory retirement) প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অভিযুক্ত একজন **১ম** শ্রেণির কর্মকর্তা এবং উক্ত শাস্তি গুরুদন্ডের আওতাভুক্ত বিধায় এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় ;

যেহেতু, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখার গত ১০-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০২৬.১৭-৩৫৭ নং স্মারকমূলে জানানো হয় যে, ইতোঃপূর্বে ট্রুথ কমিশন সংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দু'জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে দু'টি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক সার-সংক্ষেপ দু'টি অনুমোদন না করে উৎসে ফেরত পাঠানো হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত দু'জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের বিষয়টি নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। একই অভিযোগে অভিযুক্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অপর দু'জন কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ (৩)(বি) অনুযায়ী চাকুরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসরদান" (compulsory retirement) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের নিমিত্ত সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় সার-সংক্ষেপ দু'টি উৎসে ফেরত প্রদান করা হয় এবং নতিভুক্তির মাধ্যমে মামলাদ্বয় নিষ্পত্তি করা হয়। আলোচ্য বিভাগীয় মামলার অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম এর মামলাটি উল্লিখিত সওজ কর্মকর্তাদের মামলার আলোকে নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানানো হয়েছে ;

সেহেতু, এক্ষণে, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, ঢাকার সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-৬/২০১২ নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং বিআরটিএ/৫৬এ/৯০-১৩৬—যেহেতু, জনাব মোঃ লোকমান হোসেন মোল্লা, উপপরিচালক(ইঞ্জিনিয়ারিং-ওএসডি) সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে স্বহস্তে লিখিত আবেদনে স্বাক্ষর করে শপথপূর্বক দুর্নীতি করার স্বীকারোক্তি প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনের মামলা নম্বর সজক/আইন/২০০৮/এনসিসি/২১২ এর দলিল দস্তাবেজ হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তিনি দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করেছেন ; এবং

যেহেতু, তিনি অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের দায় লিখিতভাবে শপথপূর্বক স্বীকার করে গত ০৯-১১-২০০৮ তারিখে ৩৬/৫নং চালানের মাধ্যমে ৮,০০,০০০ (আট লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন ; এবং

যেহেতু, তার উপরোক্ত কার্যকলাপে সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন দুর্নীতিপরায়ন কর্মকর্তা ; এবং

যেহেতু, তার উক্ত আচরণ ও কার্যকলাপ অফিস শৃঙ্খলার পরিপন্থি এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির সামিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ৫/২০১২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি জবাব দাখিলের নিমিত্ত ১ (এক) মাস সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন। এদিকে বিভাগীয় মামলার উপর একটি উকিল নোটিশ পাওয়া যায়। তিনি যথাসময়ে জবাব দাখিল না করায় বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলার অভিযোগ তদন্তের নিমিত্ত গত ২৪-০৭-২০১২ তারিখের বিআরটিএ/৫৬এ/৯০-২৩১১ নং স্মারকমূলে এ অথরিটির তৎকালীন উপপরিচালক (অর্থ) জনাব সৈয়দ মজিবুল হককে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে তিনি উক্ত বিভাগীয় মামলার (নং-৫/২০১২) বিরুদ্ধে রিট মামলা(নং-৪৮৬৪/২০১২) দায়ের করেন। তাতে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে ১৪-০৮-২০১২ খ্রি: তারিখে রুলনিশি জারি করে ৩(তিন) মাসের স্থগিতাদেশ দেয়া হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন তারিখে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বর্ধিত করা হয় এবং সর্বশেষ স্থগিতাদেশের মেয়াদ ৩১-১০-২০১৬ তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা হয় ; এবং

যেহেতু, তিনি ইতোমধ্যে রিট মামলা (নং ৪৮৬৪/২০১২) প্রত্যাহার করে বিভাগীয় মামলা (নং ৫/২০১২) নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করেন এবং একই সাথে অভিযোগের জবাব দাখিল করেন ; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব সৈয়দ মজিবুল হক অনেক পূর্বেই অন্যত্র বদলী হওয়ায় অভিযোগ তদন্তের জন্য এ অথরিটির সচিব জনাব মুহাম্মদ শওকত আলীকে আহ্বায়ক করে গত ০৫-০৩-২০১৭ খ্রি : তারিখের বিরআটিএ/৫৬এ/৯০২-৭০৯ নং স্মারকমূলে ৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। তদন্ত বোর্ড গত ১৩-০৭-২০১৭ খ্রি: তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত বোর্ডের গত ১৩-০৭-২০১৭ খ্রি: তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন ও গত ২২-০৮-২০১৭ খ্রি: তারিখের স্পষ্টিকরণ মতামত পর্যালোচনায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধির অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক কেন বাধ্যতামূলক অবসরদণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে এ কার্যলয়ের গত ০৮-১০-২০১৭ খ্রি: তারিখের বিআরটিএ/৫৬এ/৯০-৩১৮২ নং স্মারকমূলে অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। তিনি ১৭-১০-২০১৭ খ্রি: তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন ; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, ১ম ও ২য় কারণ দর্শানোর জবাব পর্যলোচনা করা হয়। এতদসংক্রান্তে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখার গত ১০-১২-২০১৭ খ্রি: তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০২৬. ১৭-৩৫৭ স্মারকটিও পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত স্মারকটি পর্যালোচনায় দেখা যায় ইতোঃপূর্বে ট্রুথ কমিশন সংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দু'জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ:দা:)-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে দু'টি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক সার-সংক্ষেপ দু'টি অনুমোদন না করে উৎসে ফেরত পাঠানো হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত দুইজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের বিষয়টি নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। একই অভিযোগে অভিযুক্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অপর দু'জন কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(বি) অনুযায়ী চাকরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসরদান" (compulsory retirement) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের নিমিত্ত সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় সার-সংক্ষেপ দু'টি উৎসে ফেরত প্রদান করা হয় এবং নতিভুক্তির মাধ্যমে মামলাদ্বয় নিষ্পত্তি করা হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে জনাব মোঃ লোকমান হোসেন মোল্লা এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটিও একই ধরনের হওয়ায় উক্ত বিভাগীয় মামলাটি (নং-৫/২০১২) নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তির করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ;

সেহেতু, এক্ষণে, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, ঢাকার উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং-ওএসডি) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন মোল্লার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-৫/২০১২ নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৫.০৩.০০০০.০০১.০৪.০০৫.১২-১৪৯—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম, সহকারী পরিচালক(ইঞ্জিনিয়ারিং-চলতি দায়িত্ব-ওএসডি) সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে স্বহস্তে লিখিত আবেদনে স্বাক্ষর করে শপথপূর্বক দুর্নীতি করার স্বীকারোক্তি প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনের মামলা নম্বর সজক/আইন/২০০৮/দুদক/৩৫৩ এর দলিল দস্তাবেজ হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তিনি দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ আয় করেছেন ; এবং

যেহেতু, তিনি অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের দায় লিখিতভাবে শপথপূর্বক স্বীকার করে গত ১৪-১২-২০০৮ খ্রি: তারিখে ১/২৩নং চালানের মাধ্যমে ৪,৫০,০০০ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেন ; এবং

যেহেতু, তার উপরোক্ত কার্যকলাপে সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন দুর্নীতিপরায়ন কর্মকর্তা ; এবং

যেহেতু, তার উক্ত আচরণ ও কার্যকলাপ অসদাচরণের সামিল এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ৩/২০১২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি জবাব দাখিলের নিমিত্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করায় আবেদনের তারিখ ২৬-০২-২০১২ খ্রি: হতে ১০ (দশ) কর্মদিবস সময় বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু তিনি বিভাগীয় মামলার অভিযোগের জবাব দাখিল না করে বিভাগীয় মামলার আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন (নং-২২৯৬/২০১২) দায়ের করেন। এদিকে বিভাগীয় মামলা(নং-৩/২০১২) এর অভিযোগ তদন্তের জন্য তৎকালীন উপপরিচালক (রোড সেফটি) জনাব মোঃ হামিদুর রহমানকে গত ৩১-০৭-২০১২ খ্রি: তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ০৭-০৫-২০১৩ খ্রি: তারিখ

শুনানীর দিন ধার্য করত গত ২৯-০৪-২০১৩ খ্রি: তারিখের বিআরটিএ/৪৩এ/৮৯-৯২৪ নং স্মারকমূলে তাকে নোটিশ দেন। তিনি এক লিখিত আবেদনে জনান যে, হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট মামলার (নং-২২৯৬/২০১২) রায় না হওয়ায় তার কোন বক্তব্য প্রদানের সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, উক্ত রিট মামলায় কোন স্থগিতাদেশ ছিল না। পরবর্তীতে গত ২২-০৮-২০১৩ খ্রি: তারিখের বিআরটিএ/৪৩এ/৮৯-২০৮০ নং স্মারকমূলে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে তাকে পুনরায় ২৯-০৮-২০১৩ খ্রি: তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে নোটিশ দেয়া হয়। অভিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট সেক্ষেত্রেও উপস্থিত হননি বা কোন লিখিত/মৌখিক বক্তব্যও প্রদান করেননি। ফলে তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১৬-০৯-২০১৩ খ্রি: তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধির যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তিনি ইতোমধ্যে রিট মামলা (নং ২২৯৬/২০১২) প্রত্যাহার করে বিভাগীয় মামলা (নং ৩/২০১২) নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করেন ; এবং

যেহেতু, তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাকে উল্লিখিত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধিতে বর্ণিত চাকরি হতে বরখাস্তদণ্ড (Dismissal from service) কেন প্রদান করা হবে না মর্মে এ কার্যালয়ের গত ২৮-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৩৫.০৩.০০০০.০০১.০৪.০০৫.১২-৬৪৬ নং স্মারকমূলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ০৭-০৩-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন। ২য় কারণ দর্শানোর জবাব পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)বি) বিধি মোতাবেক তাকে বাধ্যতামূলক অবসরদন্ড (compulsory retirement) প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অভিযুক্ত একজন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং উক্ত শাস্তি গুরুদন্ডের আওতাভুক্ত বিধায় এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় ;

যেহেতু, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখার গত ১০-১২-২০১৭ খ্রি: তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০২৫.১৭-৩৫৬ নং স্মারকমূলে জানানো হয় যে, ইতোঃপূর্বে ট্রুথ কমিশন সংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দু'জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ:দা:)-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে দু'টি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক সার-সংক্ষেপ দু'টি অনুমোদন না করে উৎসে ফেরত পাঠানো হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত দু'জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের বিষয়টি নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। একই অভিযোগে অভিযুক্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অপর দু'জন কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ (৩)(বি) অনুযায়ী চাকরি হতে "বাধ্যতামূলক অবসরদান" (compulsory retirement) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের নিমিত্ত সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় সার-সংক্ষেপ দু'টি উৎসে ফেরত প্রদান করা হয় এবং নতিভুক্তির মাধ্যমে মামলাদ্বয় নিষ্পত্তি করা হয়। আলোচ্য বিভাগীয় মামলার অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম এর মামলাটি উল্লিখিত সওজ কর্মকর্তাদের মামলার আলোকে নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানানো হয়েছে ;

সেহেতু, এক্ষণে, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, ঢাকার সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং-চলতি দায়িত্ব ওএসডি) জনাব মোঃ আব্দুস সেলিম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-৩/২০১২ নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মশিয়ার রহমান
চেয়ারম্যান।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০১৮ ইং

নং ৫৬.০২.০০০০.০০৬.১৮.১২১.১৬-৭৩—বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ২২ ধারার ক্ষমতাবলে বে-সরকারী সফটয়্যার টেকনোলজী পার্ক স্থাপন সংক্রান্ত গাইডলাইন এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা এর সাথে সামঞ্জস্যতা বিবেচনায় রেখে নিম্নলিখিত শর্তে Divine IT Limited, House-29, Rode-12 Sector-10,Uttara, Dhaka, অস্থায়ী ভিত্তিতে "প্রাইভেট সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক" ঘোষণা করা হলো:

শর্তাবলি :

(১) Divine IT Limited সকল সময় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০, বে-সরকারী এসটিপি গাইডলাইন এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন এর আওতায় প্রণীত সকল বিধি, প্রবিধি, গাইডলাইন এবং এ সংক্রান্ত সময় সময় সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত অন্যান্য বিধি নির্দেশাবলি প্রতিপালন করতে বাধ্য থাববে।

(২) ঘোষিত এ পার্কে বিনিয়োগের জন্য Divine IT Limited প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনাসমূহ প্রাপ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্য হবেন।

(৩) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিত Divine IT Limited পার্ক অনুমতিপত্রে বর্ণিত স্থানের সম্পূর্ণ বা কোন অংশ তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর বা স্থানান্তর করতে পারবে না।

(৪) Divine IT Limited কোন নিষিদ্ধ, বে-আইনী বা অবৈধ কার্যক্রমের সাথে জড়িত হতে পারবে না।

(৫) Divine IT Limited অর্থ বিভাগ কর্তৃক পার্ক অনুমতিপত্রের জন্য নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

(৬) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় Divine IT Limited এর কার্যক্রম বা আবেদন পত্রে বর্ণিত তথ্যাদির বিষয়ে ঘোষিত পার্কটি পরিদর্শন করতে পারবে।

(৭) অনুচ্ছেদ ০৩ ও ০৪ নং শর্তে বর্ণিত বিধান লংঘন করলে পার্ক অনুমতিপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাব প্রত্যাহত বলে গণ্য হবে এবং Divine IT Limited এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(৮) Divine IT Limited কর্তৃক ০১ (এক) বছরের মধ্যে সকল শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে পূর্বে গৃহীত সকল প্রকার আর্থিক সুযোগ সুবিধা সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে।

(৯) Divine IT Limited বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, বিধি, প্রবিধি, সরকার বা কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ বা নির্দেশনা লংঘন করলে বা আবেদন পত্রে কোন অসত্য তথ্য প্রদান করে থাকলে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিয়ে কর্তৃপক্ষ পার্ক অনুমতি পত্র বাতিল প্রত্যাহার বা কোন অংশ প্রত্যাহার করতে পারবে।

(১০) Divine IT Limited কে সাময়ীকভাবে ০১ (এক) বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে বে-সরকারী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হলো। তবে উক্ত সময়ের মধ্যে Divine IT Limited কে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা এবং বে-সরকারী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক গাইড লাইন মোতাবেক সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে স্থায়ীভাবে বে-সরকারী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণা করা হবে।

(১১) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় এ অনুমতিপত্র বাতিলের ক্ষমতা রাখে।

(১২) এ ঘোষণাপত্র আদেশ জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

হোসনে আরা বেগম, এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব)।

রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, চট্টগ্রাম

আদেশ

তারিখ : ১৮ পৌষ ১৪২৪/০১ জানুয়ারি ২০১৮

নং-প্রশা/০৩-২০১৭(অংশ)০৬—পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং-জিএ/৬-২০১৬(ইস)/৪২৬৭, তারিখ ১২-১২-২০১৭ খ্রিঃ মোতাবেক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন শেষে প্রত্যাবর্তনকৃত (খাগড়াছড়ি জেলা হইতে মিশনে গমণকৃত) এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় রিপোর্টকৃত নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ আবুল মনজুর (বিপি ৬৭৯৪০৫১৬৬২) বদলিসূত্রে ১৪-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অত্র দপ্তরে যোগদান করায় তাহাকে জনস্বার্থে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বদলি করা হইল।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

ড. এস এম মনির-উজ-জামান, বিপিএম, পিপিএম
ডিআইজি।

রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, ময়মনসিংহ

আদেশ

তারিখ : ০৪ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং ১১—নিম্নবর্ণিত সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শকগণ'কে পিআরএল গমণের স্বার্থে আবেদনক্রমে তাদের নিজ জেলায় বদলি করা হ'ল।

ক্রমিক নং	নাম, বিপি নম্বর ও পদবি	বদলিকৃত জেলার নাম
০১।	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ বিপি ৫৯৭৯০৩০৪৯০ সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক ময়মনসিংহ জেলা।	জামালপুর জেলা (আগামী ২৩-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখ পিআরএল গমণের আবেদনক্রমে)
২।	জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান (বিপি ৬১৮০০৬২৫৪৮ সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক শেরপুর জেলা।	জামালপুর জেলা (আগামী ৩০-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখ পিআরএল গমণের আবেদনক্রমে)

উল্লেখ্য যে, উক্ত সশস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক'গণকে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত তারিখ হতে পিআরএল গমণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল। তাদের আবেদনক্রমে বদলি করা হয়েছে বিধায় তারা কোন যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

নিবাস চন্দ্র মাঝি
ডিআইজি।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২৭ পৌষ ১৪২৪/১০ জানুয়ারি ২০১৮

নং ০৫.৪৬.৯১০০.০১২.৪১.০০২.১৮-৩৫(৩)—এল. এ কেস নং ১০/২০০৬-০৭ মূলে সিলেট জেলার সদর উপজেলার ৬৯ নং জে.এলস্থিত খিদিরপুর মৌজার ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৩০,২৯০/৯৩ (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার দুইশত নব্বই টাকা তিরানব্বই পয়সা) টাকা জনাব আফতাবুন্নেছা (আলতা বিবি), স্বামী মোঃ মোশাহিদ আলী, সাং কলুগ্রাম, সদর, সিলেট এর নামে ইস্যুকৃত এল. এ চেক নং ০১৮২৪৮৪, তারিখ ০৫-১২-২০১৬ এবং এল, এ কেস নং ০১/২০১৩-১৪ মূলে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার ০২ নং জে.এলস্থিত হাতিমনগর উত্তর মৌজার ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,৭৩,৭৯৩/২৫ (এক লক্ষ তেয়াত্তর হাজার সাতশত তিরানব্বই টাকা পঁচিশ পয়সা) টাকা জনাব দুলাল মিয়া, পিতা মৃত সিরাজ উদ্দীন, সাং রুস্তমপুর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট এর নামে ইস্যুকৃত এল.এ চেক নং ০১৮২৫৩৩, তারিখ ১৩-০৩-২০১৭ এর অর্থ পরিশোধের পূর্বে প্রাপকের নিকট হতে হারিয়ে যাওয়ায় এবং উক্ত চেক দুটির অর্থ ইতোমধ্যে পরিশোধিত হয়নি মর্মে জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পত্র পাওয়ায় উল্লিখিত চেক দুটি বাতিল করা হলো। ভবিষ্যতে উল্লিখিত চেক দুটির বিপরীতে কোন অর্থ প্রাপককে পরিশোধ করা যাবে না।

সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুর রহমান
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার
(রাজস্ব শাখা)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২ মাঘ ১৪২৪/১৫ জানুয়ারি ২০১৮

নং ০৫.২০.২২০০.১২৮.৩২.২২৫.২০১৭-৭৪—এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা এর আঞ্চলিক অফিস চট্টগ্রাম হতে সরবরাহকৃত নিম্নবর্ণিত আর আর বহির মূল পাতা না থাকায় উক্ত পাতাটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো। বাতিলকৃত পাতা দ্বারা কোন সরকারি অর্থ আদায় করা হলে তা অবৈধ ও বেআইনী বলে গণ্য করা হবে এবং ব্যবহারকারী/আদায়কারী আইনতঃ দণ্ডনীয় হবেন।

ক্রঃ নং	আর আর বহি নং	মূলপাতা	বর্তমান অবস্থা	বাতিলকৃত পাতা
০১	জি–০৪২০৯০১ হতে জি ০৪২১০০০	জি–০৪২০৯০১ নং পাতার মূলকপি নেই	ডুপ্লিকেট পাতা নং জি–০৪২০৯০১ বিদ্যমান	জি–০৪২০৯০১ নং পাতার মূলকপি

মোঃ আলী হোসেন
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরগুনা
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশের আওতায় সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ মামলা নং-০২/২০১৬-১৭
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ)-এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজার নাম-খাজুরতলা, জে. এল নং-০৮, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ		অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
		একর	শতাংশ	একর	শতাংশ
৩৪৪	১৬৩, ২০৫, ৩৫০, ৬৫৯, ৯৩৯, ১১২২, ১৭৭৭ ও ২২২২	০	৬৪০০	০	১১৬৫
৩৪৫	২০৭৯	০	৪৫০০	০	১৭০০
৩৪৯	৯৫২	০	১৪০০	০	০৫০০
৩৫০	১৫৪৯	০	২০০০	০	০০২০
৭৭৪	১৫৯১	০	৫৪০০	০	০০১৫
৭৭৫	৩৪৬ ও ৮০৬	০	৪৮০০	০	০৬০০
৭৭৬	৮০৮	০	৩৮০০	০	১০০০
মোট জমির পরিমাণ				০	৫০০০

মোট জমির পরিমাণ-০.৫০ একর মাত্র।

মোঃ মোখলেছুর রহমান
জেলা প্রশাসক।

১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশের আওতায় সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ মামলা নং-২৩/২০১৬-১৭
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ)-এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজার নাম-খাজুরতলা, জে. এল নং-০৮, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	খতিয়ান নম্বর	দাগে মোট জমির পরিমাণ		অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	
		একর	শতাংশ	একর	শতাংশ
৫৮৪৩	৫৩	১	০৯০০	০	০১৮০
৫৮৪৪	৩০৯ ও ১৬০৭	০	৪৫০০	০	১৫৯০
৫৮৪৫	৫৩ ও ১৭৩	০	৭৪০০	০	০০৪০
৫৮৪৯	৫২	১	১৩০০	০	২৯৫০
৫৮৫০	৫৮১	০	৬৩০০	০	২৬৭০
৫৮৫১	১৩৯৬	০	২০০০	০	০৪৩০
৫৮৫২	১৪৫৭	০	৩৩০০	০	১৫৮০
৫৯৫৮	২২১২ ও ২৩৬৪	১	৬১০০	১	৫৮৩০
৫৯৫৯	৪৮০	১	৪৪০০	০	৮৫৩০
৫৯৬০	৪৮০	১	৭২০০	০	৩২১০
৫৯৬৬	১৩৯৬ ও ১৫২১	০	২০০০	০	১৫০০
৫৯৬৭	১৪৫৭	০	২৭০০	০	১৯৪০
৫৯৬৯	১৫৬৩	০	৭৯০০	০	০৯৭০
৫৯৭০	১৫৬৩	০	৮৬০০	০	০৯৯০
৫৯৭১	৭৫, ১৬০০ ও ২২৪৭	১	৪২০০	০	২৯৬০
৫৯৭৬	২১৩৫ ও ২২৪৪	০	৭০০০	০	১৪৮০
৫৯৭৭	১৯৭৮	০	৬৬০০	০	১৬৩০
৫৯৭৯	৫ ও ২৩৬৫	০	৯৩০০	০	১৬২০
			মোট জমির পরিমাণ	৫	০১০০

মোট জমির পরিমাণ-৫.০১ একর মাত্র।

মোঃ মোখলেছুর রহমান
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ
এল, এ শাখা
ভূমি অধিগ্রহণ কেস নং-০৭/২০১৩-১৪
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা : কাতিপুর, জে. এল নং-১৯৫, উপজেলা : পোরশা জেলা-নওগাঁ।

আর. এস. খং নং	আর. এস. দাগ নং	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৯৪	৮৪	০.৭১	০.৩৩
			মোট=০.৩৩ একর

মোট জমির পরিমাণ কম/বেশী=০.৩৩ একর।

ভূমি নকসা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

মোঃ আমিরুল ইসলাম
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মেহেরপুর
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা
১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ মামলা নং-০১/২০১৫-১৬
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, মেহেরপুর জেলায় এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ	দাগের রেকর্ডীয় শ্রেণি	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একর) (আংশিক)	বর্তমান শ্রেণি
চাঁদবিল	৭৩৬	২৫০৯	০.২৫	আউশ	০.০০২৩ একর	বাড়ি
	২৪৪	২৩৫৮	১.৪১	আউশ	০.০০৯৭ ,,	বাড়ি
	চাঁদবিল মৌজার উপমোট				০.০১২০ একর	

বামনপাড়া	৪১৩১ ৪১৩২ ৪১৩৪	১০৩০৩	০.৬৮ ০.১০ ০.৬৬	ধানী ধানী	০.১০৫০ একর	ধানী ধানী ধানী
	৪১৩৫ ৪১৩৬	১০৩০৪	১.২০ ০.৮৯	ধানী ধানী	০.০৪৯০ ,,	ধানী ধানী
বামনপাড়া মৌজার উপমোট					০.১৫৪০ একর	

কোলা	১২৬৭	২০১১	২.২৯	আউশ	০.০১৪৩ একর	আউশ
	১২৬৪	২০১২	১.২৪	আউশ	০.১৭৬৮ ,,	আউশ
	২৪৮	৫২২২	০.৭১	আউশ	০.০০৮০ ,,	আউশ
	২৪৮	৫২২৩			০.০২৩৩ ,,	
	২৫৬	৫২২৮	০.৫৮	আউশ	০.০২৮১ ,,	আউশ
	২৫৬	৫২২৯			০.০২৭৫ ,,	
	২৭০	৫২৬৪	০.৫০	আউশ	০.০৪০০ ,,	পতিত
	২৫৯	৫৪৩১	০.৭৬	আউশ	০.০৫৪২ ,,	আউশ
	২৫৮	৫৪৩২	০.৭৮	আউশ	০.০১০৩ ,,	আউশ
কোলা মৌজার উপমোট					০.৩৮২৫ একর	

বিল কোলা	৪৭২	১১৪৪	০.৮০	আউশ	০.০১৫৩ একর	আউশ
	৪৭৩	১১৪৯	০.২৯	আউশ	০.০২৭০ ,,	আউশ
	৪৭৪	১১৫০	০.৬২	আউশ	০.০৪৬২ ,,	আউশ
	৪৭৪	১১৫১			০.০৭১৭ ,,	
	৪৭৫	১১৫৫	০.২৮	আউশ	০.০৭১৭ ,,	আউশ
	৪৭৫	১১৫৬	০.২৯	আউশ	০.০৫৮৮ ,,	আউশ
	৫১০	১১৬৬	০.০৩	ধানী	০.০৩০০ ,,	ধানী
	৫০৮ ৫০৯	১১৬৭	০.৪৮	আমন	০.০৩১০ ,,	আমন
বিল কোলা মৌজার উপমোট					০.৩৫১৭ একর	

মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ	দাগের রেকর্ডীয় শ্রেণি	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একর) (আংশিক)	বর্তমান শ্রেণি
আশ্রাফপুর	৭৩৯	৪০৬০	০.৫১	আউশ	০.১৯২২ একর	আউশ
	২৭৯৯	৩৯৮৪	০.৬৫	আউশ	০.১৭০০ ,,	আউশ
	২৭৯৭/৯৮	৩৯৮৬	০.৭৫	আউশ	০.১০০০ ,,	আউশ
	২৭৯৫	৪০০৩	১.১৪	আউশ	০. ২০৩৪ ,,	আউশ
	২৭৯৬	৪০০৪		আউশ	০.০৯২০ ,,	আউশ
	২৭৯৪	৪০০৯	০.৩৭	আউশ	০.১১২০ ,,	আউশ
	২৭৯০/৯১	৪০২১	০.৬৩	আউশ	০.২১৫০ ,,	আউশ
	২৭৮৯	৪০২২	০.৫০	আউশ	০.১৩০০ ,,	আউশ
	২৭৮৭	৪০২৩	০.৩৮	আউশ	০.১২৮৩ ,,	আউশ
	৩	৪০২৪	০.৬২	আউশ	০.০৭৭৫ ,,	আউশ
	২৭৮৬	৪০২৫	০.১৪	আউশ	০.১৪০০ ,,	আউশ
	২৭৮৩	৪০২৬	০.৩৩	আউশ	০.০১০০ ,,	আউশ
	২৭৭২	৩৯৮১	০.৬১	আউশ	০.০৪৪৪ ,,	আউশ
	২৭৭৩	৩৯৮২	১.১৬	আউশ	০.১৫০৫ ,,	আউশ
	১০৪৮	১৬৮৯	০.২৬	আউশ	০.০৭০০ ,,	হাট/ক্লাব
	১০৫০/১৪০১	১৬৯১	০.১৪	বাঁশঝাড়	০.১০৫০ ,,	বাড়ী
	১১৩০	১৭৮৯	০.২৫	বাঁশঝাড়	০.০১৮৪ ,,	বাড়ী
	১১০২	১৭৯০	২.০১	বাড়ী	০.০৮৬১ ,,	বাড়ী
	৮৯২	১৭০১	০.১৭		০.০০৩১ ,,	
	৮৯২	১৭০২	০.১৭	আউশ	০.০২৬৮ ,,	বাড়ী
	৯২৪	১৬৭৮	০.১৮	আউশ	০.০২০৭ ,,	বাড়ী
	৭২৯	৬৮০	০.০৬	আউশ	০.০৩২১ ,,	বাড়ী
	৭২৯	৬৮১	০.২২	আউশ	০.০১৩৮ ,,	বাড়ী
	১৭১৯	২৩৫২	০.৩৫	আউশ	০.০৬০০ ,,	আউশ
	১৮২২	২৪৫০	০.৭৫	আউশ	০.০৯২৫ ,,	আউশ
	১১২৩	২৪৫১	০.০৪	আউশ	০.০১৫০ ,,	আউশ
	১৭১১	২৩০৮	১.১৬	আউশ	০.১৭৭৫ ,,	আউশ
	১৭০৯	২৪৭২	৩.৫৮	আউশ	০.১১৫০ ,,	আউশ
	১৭০৯	২৪৭৩	৩.৫৮	আউশ	০.১২৫০ ,,	আউশ
আশ্রাফপুর মৌজার উপমোট					২.৭২২৩ একর	

ভবানন্দপুর	৭৯৩	১০৭৪	০.৬৬	ধানী	০.০৯১৮ একর	ধানী
	৭৯০ ৭৯১	১০৭৭	০.১৮	ধানী	০.০১৫০ ,,	ধানী
ভবানন্দপুর মৌজার উপমোট					০.১০৬৮ একর	

শিবপুর	১০৪০	১৯১৪	০.৯৫	আমন	০.০৪৫০ একর	আমন
	১৫৮০	১৯৫০	০.৩৩	আমন	০.০২৭৫ ,,	আমন
	১৫৮১	১৯৫১	০.৫১	আমন	০.০১৫০ ,,	আমন
	১৫৮১	১৯৫২			০.০১৫০ ,,	
	১৫৮১	১৯৫৩			০.০১৫০ ,,	
	১০৪০	১৯১৩	০.৯৫	আমন	০.০২৭৫ ,,	আমন
	১০৩৯	১৯১০	০.৪৪	আমন	০.০৮৫০ ,,	আমন
	১০৩৮	১৯০৮	০.১৯	আমন	০.০৭২৫ ,,	আমন
	১০৩৮	১৯০৯	০.৭২	আমন	০.১১৫০ ,,	আমন
	১০৫৮	১৯১৮	০.৩৩	আমন	০.০৪৬০ ,,	আমন
	১৫৭২	১৯২১	০.১৪	আমন	০.০৯৫০ ,,	আমন
	১৫৬৭	১৯২২	০.১৫	আমন	০.১৫২৬ ,,	আমন
	১৭৭১	১০৫৩	০.৩০	আমন	০.১৪০০ ,,	আমন
	১৩৯৫	১০৫৪	০.৪০	আমন	০.০৫২৫ ,,	বাড়ি
	১২৭৪	১০৯৫		আমন	০.০৬৯০ ,,	
শিবপুর মৌজার উপমোট					০.৯৭২৬	

মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ	দাগের রেকর্ডীয় শ্রেণি	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ (একর) (আংশিক)	বর্তমান শ্রেণি
ভবানীপুর	২৪৭, ২৫৬ ২৫৮, ২৫৫ ২৫৪, ২৪৭ ২৪৯, ২৬০ ২৬১	১০১ ১০৯	২.৫৩ ২.০০	বাগান ক্লাব	০.০২৫০ একর ০.০৫০০ ,,	বাগান ক্লাব
ভবানীপুর মৌজার উপমোট					০.০৭৫০ একর	

রামনগর	১৩৫০ ১৩৫১ ১৩৫২	১৮৪১	০.২২	আউশ	০.০২২৫ একর	বাড়ি
	রামনগর মৌজার উপমোট				০.০২২৫ একর	
	সর্বমোট অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ				৪.৭৯৯৪ একর	

অধিগ্রহণকৃত জমির অনুমোদনকৃত নক্সা এ কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

সেখ ফরিদ আহমেদ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ মামলা নং-০৪/২০১৬-১৭

ফরম-ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, মেহেরপুর জেলায় মুজিবনগর উপজেলায় মুজিবনগর-মেহেরপুর ফারায় সার্ভিস নির্মাণের জন্য নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ' ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

ক্রঃ নং	উপজলোর নাম	জে এল নং	মৌজার নাম	(আরএস মোতাবেক)		দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	রেকর্ডীয় শ্রেণি
				খতিয়ান নং	দাগ নং			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	মুজিবনগর	২৭	মানিকনগর	২	১২৩০	০.১৭	০.০৩৩৪	বাঁশঝাড়
				৪৮২, ১৩৮	১২২৯	০.১৬, ০.১৭	০.০২০৬	আউশ
				৪০২	১৩৭৯	০.৬৫	০.০২৫৮	আউশ
				৩১৮	১২২৮	০.৫৭	০.২৪১০	আমন
				৩২৪	১৩৭৫	০.৪০	০.০০৯২	আউশ
							০.৩৩	

অধিগ্রহণকৃত জমির অনুমোদনকৃত নক্সা এ কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

সেখ ফরিদ আহমেদ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ মামলা নং-০৪/১৯৮৫-৮৬

ফরম-ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, মেহেরপুর জেলায় সার্কিট হাউস স্থাপন প্রকল্প নির্মাণের জন নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ’ ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

জেলা-কুষ্টিয়া, থানা-মেহেরপুর, মৌজা-বামনপাড়া, জেএল নং-৬০

এস এ খতিয়ান নম্বর	এসএ দাগ নম্বর		এসএ দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)	
	পূর্ণ	আংশিক		পূর্ণ	আংশিক
৯০৩	-	১১৭৫	৪.৯৫		১.৫০
অধিগ্রহণকৃত মোট জমির পরিমাণ					১.৫০

অধিগ্রহণকৃত জমির অনুমোদনকৃত নক্সা এ কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

সেখ ফরিদ আহমেদ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ মামলা নং-০৩/২০১৬-১৭

ফরম-ঘ

(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, মেহেরপুর জেলায় গাংনী উপজেলায় বামুন্দী-মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস নির্মাণের জন নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ’ ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

উপজলোর নাম	জে এল নং	মৌজার নাম	(আরএস মোতাবেক)		দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	রেকর্ডীয় শ্রেণি
			খতিয়ান নং	দাগ নং			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
গাংনী	৩৯	মুন্ডা	৬৫	২৩	০.৫২	০.২১	আউশ
			৪২	২২	০.৪৯	০.১২	
			মোট			০.৩৩	

অধিগ্রহণকৃত জমির অনুমোদনকৃত নক্সা এ কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

সেখ ফরিদ আহমেদ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

১৯৮২ সনের সম্পত্তি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ মামলা নং-০২/২০১৬-১৭
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, মেহেরপুর জেলায় মুজিবনগর উপজেলায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ব্রীজের এ্যাপ্রোচ নির্মাণের জন্য নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ' ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে;

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

উপজেলার নাম	জে এল নং	মৌজার নাম	(আরএস মোতাবেক) খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	রেকর্ডীয় শ্রেণি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মুজিবনগর	৩৬	রতনপুর	৭২৯	৪৫	০.৩০	০.১৯০০	ধানী
			৫৬৩	৪৪	১.৩২	০.০৫০০	
			৮০৬	৫২	২.৩৬	০.০৭৫০	
			৩০৫				
			৩১২	৪৭	৩.৩৮	০.১৭০০	
	৩৮	রশিকপুর	২৫২	৬৪৬	০.৬২	০.০৮২৫	ধানী
			৫১২	৬৪৩	০.২৭	০.০৫০০	
			২০৪	৬৪২	০.৪০	০.০৬০০	
			৮০	৬৪১	০.২৭	০.০৫২৫	
			২১৪	৬৪৮	০.৫৪	০.০২০০	
			৫৭৯	৬৪৯	০.৯৭	০.০৩০০	
			২৪৬	৬৫৭	০.২৯	০.০১০০	বাড়ি
					সর্বমোট	০.৭৯০০	

অধিগ্রহণকৃত জমির অনুমোদনকৃত নক্সা এ কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

সেখ ফরিদ আহমেদ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৮ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং ০৫.৪২.১২১৩.০০০.১৮.০২০.১৮-৩২—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫ (২) ধারা এর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি, জান্নাতুল ফেরদৌস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতেছি যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলাধীন বুধল ইউনিয়নের নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের ০৩ নং ওয়ার্ডের সদস্য, জনাব সাফিয়া খাতুন, স্বামী-রমজান আলী, সাং সুতিয়ারা, ইউনিয়ন-বুধল, উপজেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিগত ০৩-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন (ইন্না.......... রাজেউন)।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫ (২) উপধারা (১) অনুযায়ী বিগত ০৩-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার বুধল ইউনিয়নের সংরক্ষিত ০৩ নং ওয়ার্ডের পদটি শূন্য ঘোষণা করিলাম।

জান্নাতুল ফেরদৌস
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বরিশাল সদর, বরিশাল

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৩ মাঘ ১৪২৪/১৬ জানুয়ারি ২০১৮

নং ০৫.১০.০৬৫১.০০১.০০.০০০.১৭-৭৮—মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৩৭৯৯/২০১৭ এর ১৭ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত স্থগিতাদেশ মোতাবেক অত্রাফিসের ১৮-০৯-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ০৫.১০.০৬৫১.০০১.০০.০০০.১৭-১১৪৯ নং স্মারকে জারীকৃত জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, ইউপি সদস্য, ০৩ নং ওয়ার্ড, ০৮ নং চাঁদপুরা ইউনিয়ন পরিষদ, বরিশাল সদর, বরিশাল এর সাধারণ আসনের সদস্য পদটি শূন্য ঘোষণা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি এতদ্বারা স্থগিত করা হলো।

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বিয়ানীবাজার, সিলেট

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৭ জানুয়ারি ২০১৮

নং ০৫.৪৬.৯১১৭.০০১.১৪.০০২.১৭-৮৬—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১০ এর ৩৫(১)(ঙ) নং ধারা অনুযায়ী বিয়ানীবাজার উপজেলার ৮নং তিলপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের সদস্য জনাব আব্দুল কুদ্দুস মৃত্যুরবণ করায় তিলপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন মোতাবেক তাঁর পদটি শূন্য হয়। আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি মুঃ আসাদুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিয়ানীবাজার, সিলেট সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছি যে, অদ্য ১৭-০১-২০১৮ তারিখ হতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ (সংশোধনী) ২০১০ এর ৩৫(২) ধারায় উক্ত পরিষদের ৯নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের সদস্য পদটি শূন্য ঘোষণা করলাম।

মুঃ আসাদুজ্জামান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

[একই স্মারকে প্রতিস্থাপিত হবে]
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১১ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং ০৫.১০.৭৯১৪.০০৪.১৪.০১৭.১৭-৩৩—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন ২নং নদমূলা শিয়ালকাঠী ইউনিয়ন পরিষদের ১নং ওয়ার্ড ১৯নং দক্ষিণ শিয়ালকাঠী মৌজার আংশিক জমি ভান্ডারিয়া নতুন পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে দক্ষিণ শিয়ালকাঠী মৌজার ৭২৪-৭৫৪, ১৬৪৩-১৮১৮, ১৮৩২-১৮৬০, ২১২৯-২১৫৬, ২১৫৮-২৪৬৬, ২৪৬৮-২৪৬৯, ২৪৭৫, ২৪৭৮-২৪৮০ নং দাগের জমি নিয়ে ১নং ওয়ার্ড সৃজন করা হলো।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ১৩ ধারার উপধারা (৭) এর বিধানমতে জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে একই আইনের ১৩ ধারার উপধারা (০৮) এর বিধানমতে দক্ষিণ শিয়ালকাঠী ১নং ওয়ার্ড বিভক্তিকরণ ও সীমানা নির্ধারণী চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হলো।

শাহীন আক্তার সুমী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭(অংশ-৭)/৩৬৫৭—দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এ কর্মরত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কার্যের অধিক্ষেত্র নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হলো। অনুসন্ধানকারী/তদন্তকরী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তদারককারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান/তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
ঢাকা-১	ঢাকা-ক	**ঢাকা মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা** : রমনা থানা, ধানমন্ডি থানা, শাহবাগ থানা, নিউ মার্কেট থানা, লালবাগ থানা, কোতয়ালী থানা, হাজারীবাগ থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, সূত্রাপুর থানা, ডেমরা থানা	জনাব মোঃ নূর-ই-আলম সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-১
	ঢাকা-খ	**ঢাকা মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা** : শ্যামপুর থানা, যাত্রাবাড়ি থানা, মতিঝিল থানা, সবুজবাগ থানা, খিলগাঁও থানা, পল্টন থানা, এয়ারপোর্ট থানা, তুরাগ থানা, উত্তরখান থানা, দক্ষিণখান থানা, গুলশান থানা	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-১
	ঢাকা-গ	**ঢাকা মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা** : ক্যান্টনমেন্ট থানা, বাড্ডা থানা, খিলক্ষেত থানা, তেজগাঁও থানা, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, মোহাম্মদপুর থানা, আদাবর থানা, মিরপুর থানা, পল্লবী থানা, কাফরুল থানা, শাহ আলী থানা	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-১
	ঢাকা-ঘ	**ঢাকা মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা** : দারুস সালাম থানা, রূপনগর থানা, ভাষানটেক থানা ও শেরেবাংলা নগর থানা **ঢাকা জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা** : দোহার উপজেলা	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সাজেকা, ঢাকা-১
	ঢাকা-ঙ	**ঢাকা মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা** : কলাবাগান থানা, চক বাজার থানা ও ওয়ারী থানা **ঢাকা জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা** : কেরানীগঞ্জ উপজেলা	জনাব মেফতাহুল জান্নাত উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সাজেকা, ঢাকা-১
	ঢাকা-চ	**ঢাকা মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা** : মুগদা থানা, রামপুরা থানা, শাহজাহানপুর থানা, বংশাল থানা ও গেন্ডারিয়া থানা **ঢাকা জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা** : ধামরাই উপজেলা	জনাব রাফী মোঃ নাজমুস সা'দাৎ, উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সাজেকা, ঢাকা-১

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
ঢাকা-১	ঢাকা-ছ	ঢাকা মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা : উত্তরা পূর্ব থানা, উত্তরা পশ্চিম থানা ও বনানী থানা ঢাকা জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা : সাভার উপজেলা	জনাব মানসী বিশ্বাস উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-১
	ঢাকা-জ	ঢাকা মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা : কদমতলী থানা ও ভাটার থানা ঢাকা জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা : নবাবগঞ্জ উপজেলা	জনাব মোহাম্মদ নূর আলম সিদ্দিকী উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-১

২। যে অপরাধের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সে অপরাধের ঘটনাস্থলের ভিত্তিতে অধিভুক্ত এলাকা নির্ধারিত হবে।

৩। অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে এই অধিক্ষেত্র অনুসরণ করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সজেকার উপপরিচালক কমিশনের অনুমোদনক্রমে একাধিক অধিক্ষেত্রে বা নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে কার্য সম্পাদনের জন্য কোন কর্মকর্তাকে অনুসন্ধান/তদন্ত কাজের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

৪। সজেকার অভিযোগ যাচাই-বাচাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালককে অভিযোগের তালিকার অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে অবহিত রেখে সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের যাচাই-বাচাই কমিটি-১, ২ ও ৩ (যার ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) এর আহ্বায়ক এর নিকট অভিযোগ প্রেরণ করবেন।

৫। কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও সজেকার উপপরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যেকোন এলাকার অনুসন্ধান/তদন্ত করতে পারবেন।

৬। কোন কর্মকর্তার বদলিজনিত/অন্যান্য কারণে কোন অধিক্ষেত্রের দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তার পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক নতুন যোগদানকারী কর্মকর্তাকে উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদান করবেন। নতুন কোন কর্মকর্তাকে পদায়ন না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মাননীয় কমিশনার-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁর দপ্তরে কর্মরত অন্য কোন কর্মকর্তাকে তিনি উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদানপূর্বক কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

৭। অনুসন্ধানাধীন কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন কোন মামলার তদন্তকালে তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বা কোন আসামী গ্রেফতারের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে যে কোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য পরিচালনা করতে পারবেন।

৮। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কমিশনের অনুমোদনক্রমে যেকোন অধিক্ষেত্রের অনুসন্ধান/তদন্ত কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

৯। সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১০। বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক-এর নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক-এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১১। কমিশন স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনবোধে যেকোন কর্মকর্তাকে যেকোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

১২। বিভাগীয় পরিচালক প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করতে উদ্যোগী হবেন। ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁর অধিক্ষেত্রাধীন কিংবা উপযুক্ত কারণে তাঁর অধিক্ষেত্র বহির্ভূত কোন কর্মকর্তাকে মাননীয় কমিশনার (তদন্ত)-এর অনুমোদনক্রমে ফাঁদ-মামলা পরিচালনাকারী টীমে অন্তর্ভুক্ত ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন।

১৩। এ আদেশ জারির দিন হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উল্লেখ্য, এ আদেশ জারির পূর্বে অনুসন্ধানাধীন অভিযোগ ও মামলার তদন্ত কার্যক্রম ইতোপূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ পূর্বের ধারাবাহিকতায় যথারীতি সম্পাদন করবেন।

১৪। এতদবিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ০৪-০১-২০১৮ তারিখের দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৬০৯(৩৮) নং স্মারকমূলে জারীকৃত অফিস আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭(অংশ-৭)/৩৬৫৮—দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-২ এ কর্মরত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কার্যের অধিক্ষেত্র নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হলো। অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তদারককারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান/তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
ঢাকা-২	ঢাকা-ঝ	**নারায়ণগঞ্জ জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা :** নারায়ণগঞ্জ সদর, আড়াইহাজার ও সোনারগাঁও উপজেলা	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-২
	ঢাকা-ঞ	**নারায়ণগঞ্জ জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা :** বন্দর ও রূপগঞ্জ উপজেলা	জনাব সুমিত্রা সেন সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-২
	ঢাকা-ট	**নরসিংদী জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা :** নরসিংদী সদর, বেলাবো ও মনোহরদী উপজেলা	জনাব মোঃ একরামুর রেজা উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-২
	ঢাকা-ঠ	**নরসিংদী জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা :** শিবপুর, রায়পুর ও পলাশ উপজেলা	খন্দকার নিলুফা জাহান উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-২
	ঢাকা-ড	**মুন্সিগঞ্জ জেলা**	জনাব মোঃ রেজাউল করিম সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-২
	ঢাকা-ঢ	**মানিকগঞ্জ জেলা**	জনাব মোঃ ফজলুল বারী সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-২

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
ঢাকা-২	ঢাকা-ণ	গাজীপুর জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা : গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর	জনাব মোঃ আতাউর রহমান সরকার উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-২
	ঢাকা-ত	গাজীপুর জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা : কালীগঞ্জ ও কাপাসিয়া উপজেলা	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ঢাকা-২

২। যে অপরাধের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সে অপরাধের ঘটনাস্থলের ভিত্তিতে অধিভুক্ত এলাকা নির্ধারিত হবে।

৩। অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে এই অধিক্ষেত্র অনুসরণ করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সজেকার উপপরিচালক কমিশনের অনুমোদনক্রমে একাধিক অধিক্ষেত্রে বা নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে কার্য সম্পাদনের জন্য কোন কর্মকর্তাকে অনুসন্ধান/তদন্ত কাজের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

৪। সজেকার অভিযোগ যাচাই-বাচাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালককে অভিযোগের তালিকার অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে অবহিত রেখে সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের যাচাই-বাচাই কমিটি-১, ২ ও ৩ (যার ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) এর আহ্বায়ক এর নিকট অভিযোগ প্রেরণ করবেন।

৫। কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও সজেকার উপপরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যেকোন এলাকার অনুসন্ধান/তদন্ত করতে পারবেন।

৬। কোন কর্মকর্তার বদলিজনিত/অন্যান্য কারণে কোন অধিক্ষেত্রের দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তার পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক নতুন যোগদানকারী কর্মকর্তাকে উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদান করবেন। নতুন কোন কর্মকর্তাকে পদায়ন না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মাননীয় কমিশনার-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁর দপ্তরে কর্মরত অন্য কোন কর্মকর্তাকে তিনি উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদানপূর্বক কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

৭। অনুসন্ধানাধীন কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন কোন মামলার তদন্তকালে তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বা কোন আসামী গ্রেফতারের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে যে কোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য পরিচালনা করতে পারবেন।

৮। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কমিশনের অনুমোদনক্রমে যেকোন অধিক্ষেত্রের অনুসন্ধান/তদন্ত কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

৯। সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১০। বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক-এর নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক-এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১১। কমিশন স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনবোধে যেকোন কর্মকর্তাকে যেকোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

১২। বিভাগীয় পরিচালক প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করতে উদ্যোগী হবেন। ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁর অধিক্ষেত্রাধীন কিংবা উপযুক্ত কারণে তাঁর অধিক্ষেত্র বহির্ভূত কোন কর্মকর্তাকে মাননীয় কমিশনার (তদন্ত)-এর অনুমোদনক্রমে ফাঁদ-মামলা পরিচালনাকারী টীমে অন্তর্ভুক্ত ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন।

১৩। এ আদেশ জারির দিন হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উল্লেখ্য, এ আদেশ জারির পূর্বে অনুসন্ধানাধীন অভিযোগ ও মামলার তদন্ত কার্যক্রম ইতোপূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ পূর্বের ধারাবাহিকতায় যথারীতি সম্পাদন করবেন।

১৪। এতদবিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ০৪-০১-২০১৮ তারিখের দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৬১০(৩৮) নং স্মারকমূলে জারীকৃত অফিস আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭(অংশ-৭)/৩৬৫৯—দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ফরিদপুর এ কর্মরত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কার্যের অধিক্ষেত্র নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হলো। অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তদারককারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান/তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
ফরিদপুর	ফরিদপুর-ক	মাদরীপুর জেলা	জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ফরিদপুর
	ফরিদপুর-খ	রাজবাড়ী জেলা	জনাব কমলেশ মন্ডল সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ফরিদপুর
	ফরিদপুর-গ	<u>ফরিদপুর জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> : সদরপুর ও সালথা উপজেলা <u>শরীয়তপুর জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> : জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলা	জনাব আহামদ ফরহাদ হোসেন উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ফরিদপুর
	ফরিদপুর-ঘ	গোপালগঞ্জ জেলা	জনাব মোঃ আবু সাঈদ সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ফরিদপুর
	ফরিদপুর-চ	<u>ফরিদপুর জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা :</u> ফরিদপুর সদর, নগরকান্দা, চরভদ্রাসন বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা, মধুখালী ও ভাঙ্গা উপজেলা	জনাব রাজ কুমার সাহা উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ফরিদপুর
	ফরিদপুর-ছ	<u>শরীয়তপুর জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা :</u> শরীয়তপুর সদর, গোসাইর হাট, ডামুড্যা উপজেলা, ভেদরগঞ্জ উপজেলা ও সখিপুর উপজেলা	জনাব মোঃ আবুল বাশার উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ফরিদপুর

২। যে অপরাধের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সে অপরাধের ঘটনাস্থলের ভিত্তিতে অধিভুক্ত এলাকা নির্ধারিত হবে।

৩। অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে এই অধিক্ষেত্র অনুসরণ করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সজেকার উপপরিচালক কমিশনের অনুমোদনক্রমে একাধিক অধিক্ষেত্রে বা নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে কার্য সম্পাদনের জন্য কোন কর্মকর্তাকে অনুসন্ধান/তদন্ত কাজের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

৪। সজেকার অভিযোগ যাচাই-বাচাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালককে অভিযোগের তালিকার অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে অবহিত রেখে সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের যাচাই-বাচাই কমিটি-১, ২ ও ৩ (যার ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) এর আহ্বায়ক এর নিকট অভিযোগ প্রেরণ করবেন।

৫। কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও সজেকার উপপরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যেকোন এলাকার অনুসন্ধান/তদন্ত করতে পারবেন।

৬। কোন কর্মকর্তার বদলিজনিত/অন্যান্য কারণে কোন অধিক্ষেত্রের দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তার পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক নতুন যোগদানকারী কর্মকর্তাকে উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদান করবেন। নতুন কোন কর্মকর্তাকে পদায়ন না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মাননীয় কমিশনার-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁর দপ্তরে কর্মরত অন্য কোন কর্মকর্তাকে তিনি উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদানপূর্বক কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

৭। অনুসন্ধানাধীন কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন কোন মামলার তদন্তকালে তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বা কোন আসামী গ্রেফতারের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে যে কোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য পরিচালনা করতে পারবেন।

৮। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কমিশনের অনুমোদনক্রমে যেকোন অধিক্ষেত্রের অনুসন্ধান/তদন্ত কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

৯। সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১০। বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক-এর নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক-এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১১। কমিশন স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনবোধে যেকোন কর্মকর্তাকে যেকোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

১২। বিভাগীয় পরিচালক প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করতে উদ্যোগী হবেন। ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁর অধিক্ষেত্রাধীন কিংবা উপযুক্ত কারণে তাঁর অধিক্ষেত্র বহির্ভূত কোন কর্মকর্তাকে মাননীয় কমিশনার (তদন্ত)-এর অনুমোদনক্রমে ফাঁদ-মামলা পরিচালনাকারী টীমে অন্তর্ভুক্ত ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন।

১৩। এ আদেশ জারির দিন হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উল্লেখ্য, এ আদেশ জারির পূর্বে অনুসন্ধানাধীন অভিযোগ ও মামলার তদন্ত কার্যক্রম ইতোপূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ পূর্বের ধারাবাহিকতায় যথারীতি সম্পাদন করবেন।

১৪। এতদবিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ০৪-০১-২০১৮ তারিখের দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৬১১(৩৮) নং স্মারকমূলে জারীকৃত অফিস আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭(অংশ-৭)/৩৬৬০—দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, টাঙ্গাইল এ কর্মরত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কার্যের অধিক্ষেত্র নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হলো। অনুসন্ধানকারী/তদন্তকরী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তদারককারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান/তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল-ক	শেরপুর জেলা	জনাব মোঃ শফিউল আলম সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, টাঙ্গাইল

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল-খ	টাঙ্গাইল জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা : টাঙ্গাইল সদর, কালিহাতি, ঘাটাইল, বাসাইল, গোপালপুর ও মির্জাপুর উপজেলা	জনাব মোঃ আতিকুল আলম সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, টাঙ্গাইল
	টাঙ্গাইল-গ	টাঙ্গাইল জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা : ভুঞাপুর, নাগরপুর, মধুপুর, সখিপুর, দেলদুয়ার ও ধনবাড়ী উপজেলা	জনাব মোঃ আমির হোসেন সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, টাঙ্গাইল
	টাঙ্গাইল-ঘ	জামালপুর জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা : জামালপুর সদর, বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলা	জনাব এ কে এম নূরে আলম সিদ্দিক উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, টাঙ্গাইল
	টাঙ্গাইল-ঙ	জামালপুর জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা : মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ ও সরিষাবাড়ী উপজেলা	জনাব রাজু মোঃ সারওয়ার হোসেন উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, টাঙ্গাইল

২। যে অপরাধের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সে অপরাধের ঘটনাস্থলের ভিত্তিতে অধিভুক্ত এলাকা নির্ধারিত হবে।

৩। অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে এই অধিক্ষেত্র অনুসরণ করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সজেকার উপপরিচালক কমিশনের অনুমোদনক্রমে একাধিক অধিক্ষেত্রে বা নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে কার্য সম্পাদনের জন্য কোন কর্মকর্তাকে অনুসন্ধান/তদন্ত কাজের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

৪। সজেকার অভিযোগ যাচাই-বাচাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালককে অভিযোগের তালিকার অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে অবহিত রেখে সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের যাচাই-বাচাই কমিটি-১, ২ ও ৩ (যার ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) এর আহ্বায়ক এর নিকট অভিযোগ প্রেরণ করবেন।

৫। কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও সজেকার উপপরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যেকোন এলাকার অনুসন্ধান/তদন্ত করতে পারবেন।

৬। কোন কর্মকর্তার বদলিজনিত/অন্যান্য কারণে কোন অধিক্ষেত্রের দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তার পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক নতুন যোগদানকারী কর্মকর্তাকে উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদান করবেন। নতুন কোন কর্মকর্তাকে পদায়ন না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মাননীয় কমিশনার-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁর দপ্তরে কর্মরত অন্য কোন কর্মকর্তাকে তিনি উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদানপূর্বক কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

৭। অনুসন্ধানাধীন কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন কোন মামলার তদন্তকালে তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বা কোন আসামী গ্রেফতারের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে যে কোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য পরিচালনা করতে পারবেন।

৮। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কমিশনের অনুমোদনক্রমে যেকোন অধিক্ষেত্রের অনুসন্ধান/তদন্ত কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

৯। সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১০। বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক-এর নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক-এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১১। কমিশন স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনবোধে যেকোন কর্মকর্তাকে যেকোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

১২। বিভাগীয় পরিচালক প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করতে উদ্যোগী হবেন। ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁর অধিক্ষেত্রাধীন কিংবা উপযুক্ত কারণে তাঁর অধিক্ষেত্র বহির্ভূত কোন কর্মকর্তাকে মাননীয় কমিশনার (তদন্ত)-এর অনুমোদনক্রমে ফাঁদ-মামলা পরিচালনাকারী টীমে অন্তর্ভুক্ত ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন।

১৩। এ আদেশ জারির দিন হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উল্লেখ্য, এ আদেশ জারির পূর্বে অনুসন্ধানাধীন অভিযোগ ও মামলার তদন্ত কার্যক্রম ইতোপূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ পূর্বের ধারাবাহিকতায় যথারীতি সম্পাদন করবেন।

১৪। এতদবিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ০৪-০১-২০১৮ তারিখের দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৬১৩(৩৮) নং স্মারকমূলে জারীকৃত অফিস আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং **দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৩৬৬১**—দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ এ কর্মরত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কার্যের অধিক্ষেত্র নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হলো। অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তদারককারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান/তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ-ক	<u>ময়মনসিংহ জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> : ময়মনসিংহ সদর, ত্রিশাল, গৌরিপুর, মুক্তাগাছা, ফুলপুর, তারাকান্দা ও হালুয়াঘাট উপজেলা	জনাব এ কে এম বজলুর রশিদ সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ময়মনসিংহ
	ময়মনসিংহ-খ	<u>ময়মনসিংহ জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> : ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, গফরগাঁও, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল ও ধোবাউড়া উপজেলা	জনাব মোঃ এনামুল হক, উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ময়মনসিংহ
	ময়মনসিংহ-গ	<u>কিশোরগঞ্জ জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> : কিশোরগঞ্জ সদর, অস্টগ্রাম, ইটনা, করিমগঞ্জ, কটিয়াদি, কুলিয়ারচর ও তাড়াইল উপজেলা	জনাব রাম প্রসাদ মন্ডল, সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ময়মনসিংহ
	ময়মনসিংহ-ঘ	<u>কিশোরগঞ্জ জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> : নিকলী, পাকুন্দিয়া, বাজিতপুর, ভৈরব, মিটামইন ও হোসেনপুর উপজেলা	জনাব সাধন চন্দ্র সূত্র ধর	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ময়মনসিংহ

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ-৬	নেত্রকোণা জেলা	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, ময়মনসিংহ

২। যে অপরাধের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সে অপরাধের ঘটনাস্থলের ভিত্তিতে অধিভুক্ত এলাকা নির্ধারিত হবে।

৩। অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে এই অধিক্ষেত্র অনুসরণ করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সজেকার উপপরিচালক কমিশনের অনুমোদনক্রমে একাধিক অধিক্ষেত্রে বা নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে কার্য সম্পাদনের জন্য কোন কর্মকর্তাকে অনুসন্ধান/তদন্ত কাজের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

৪। সজেকার অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালককে অভিযোগের তালিকার অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে অবহিত রেখে সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের যাচাই/বাছাই কমিটি-১, ২ ও ৩ (যার ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) এর আহ্বায়ক এর নিকট অভিযোগ প্রেরণ করবেন।

৫। কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও সজেকার উপপরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে কোন এলাকার অনুসন্ধান/তদন্ত করতে পারবেন।

৬। কোন কর্মকর্তার বদলিজনিত/অন্যান্য কারণে কোন অধিক্ষেত্রের দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তার পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক নতুন যোগদানকারী কর্মকর্তাকে উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদান করবেন। নতুন কোন কর্মকর্তাকে পদায়ন না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মাননীয় কমিশনার-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁর দপ্তরে কর্মরত অন্য কোন কর্মকর্তাকে তিনি উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদানপূর্বক প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

৭। অনুন্ধানাধীন কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন কোন মামলার তদন্তকালে তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বা কোন আসামী গ্রেফতারের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে যে কোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য পরিচালনা করতে পারবেন।

৮। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কমিশনের অনুমোদনক্রমে যেকোন অধিক্ষেত্রের অনুসন্ধান/তদন্ত কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

৯। সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১০। বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক-এর নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক-এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১১। কমিশন স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনবোধে যেকোন কর্মকর্তাকে যেকোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

১২। বিভাগীয় পরিচালক প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করতে উদ্যোগী হবেন। ফাঁদ মামলা পরিচালনা করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁর অধিক্ষেত্রাধীন কিংবা উপযুক্ত কারণে তাঁর অধিক্ষেত্র বহির্ভূত কোন কর্মকর্তাকে মাননীয় কমিশনার (তদন্ত)-এর অনুমোদনক্রমে ফাঁদ মামলা পরিচালনাকারী টীমে অন্তর্ভুক্ত ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন।

১৩। এ আদেশ জারির পর দিন হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উল্লেখ্য, এ আদেশ জারির পূর্বে অনুসন্ধানাধীন অভিযোগ ও মামলার তদন্ত কার্যক্রম ইতোপূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ পূর্বের ধারাবাহিকতায় যথারীতি সম্পাদন করবেন।

১৪। এতদ্‌বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ০৪-০১-২০১৮ তারিখের দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৬১২(৩৮) নং স্মারকমূলে জারীকৃত অফিস আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং **দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৩৬৬২**—দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১ এ কর্মরত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কার্যের অধিক্ষেত্র নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হলো। অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তদারককারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান/তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
চট্টগ্রাম-১	চট্টগ্রাম-ক	<u>চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা</u> : কোতয়ালী থানা, কর্ণফুলী থানা, বাকুলিয়া থানা	জনাব এইচ এম আখতারুজ্জামান সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-১
	চট্টগ্রাম-খ	<u>চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা</u> : ইপিজেড থানা, পাহাড়তলী থানা	জনাব মোঃ ফকরুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-১
	চট্টগ্রাম-গ	<u>চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা</u> : সদরঘাট থানা, আকবরশাহ থানা	জনাব মোঃ জাফর আহমেদ সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-১
	চট্টগ্রাম-ঘ	<u>চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা</u> : পতেঙ্গা থানা, বন্দর থানা	জনাব মোঃ ফকরুদ্দীন পিন্টু সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-১
	চট্টগ্রাম-ঙ	<u>চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা</u> : পাঁচলাইশ থানা, চান্দগাঁও থানা	জনাব মোহাম্মদ সোয়ায়েব হোসেন উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-১
	চট্টগ্রাম-চ	<u>চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা</u> : বায়েজিত বোস্তামী থানা, চকবাজার থানা	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-১
	চট্টগ্রাম-ছ	<u>চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা</u> : ডবল মুরিং থানা, হালিশহর থানা	জনাব নুরুল ইসলাম উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-১

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
চট্টগ্রাম-১	চট্টগ্রাম-জ	চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের নিম্নবর্ণিত এলাকা : খুলসী থানা	মোসাঃ মাহমুদা আক্তার, উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-১

২। যে অপরাধের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সে অপরাধের ঘটনাস্থলের ভিত্তিতে অধিভুক্ত এলাকা নির্ধারিত হবে।

৩। অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে এই অধিক্ষেত্র অনুসরণ করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সজেকার উপপরিচালক কমিশনের অনুমোদনক্রমে একাধিক অধিক্ষেত্রে বা নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে কার্য সম্পাদনের জন্য কোন কর্মকর্তাকে অনুসন্ধান/তদন্ত কাজের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

৪। সজেকার অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালককে অভিযোগের তালিকার অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে অবহিত রেখে সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের যাচাই/বাছাই কমিটি-১, ২ ও ৩ (যার ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) এর আহ্বায়ক এর নিকট অভিযোগ প্রেরণ করবেন।

৫। কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও সজেকার উপপরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে কোন এলাকার অনুসন্ধান/তদন্ত করতে পারবেন।

৬। কোন কর্মকর্তার বদলিজনিত/অন্যান্য কারণে কোন অধিক্ষেত্রের দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তার পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক নতুন যোগদানকারী কর্মকর্তাকে উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদান করবেন। নতুন কোন কর্মকর্তাকে পদায়ন না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মাননীয় কমিশনার-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁর দপ্তরে কর্মরত অন্য কোন কর্মকর্তাকে তিনি উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদানপূর্বক প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

৭। অনুন্ধানাধীন কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন কোন মামলার তদন্তকালে তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বা কোন আসামী গ্রেফতারের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে যে কোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য পরিচালনা করতে পারবেন।

৮। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কমিশনের অনুমোদনক্রমে যেকোন অধিক্ষেত্রের অনুসন্ধান/তদন্ত কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

৯। সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১০। বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক-এর নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক-এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১১। কমিশন স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনবোধে যেকোন কর্মকর্তাকে যেকোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

১২। বিভাগীয় পরিচালক প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করতে উদ্যোগী হবেন। ফাঁদ মামলা পরিচালনা করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁর অধিক্ষেত্রাধীন কিংবা উপযুক্ত কারণে তাঁর অধিক্ষেত্র বহির্ভূত কোন কর্মকর্তাকে মাননীয় কমিশনার (তদন্ত)-এর অনুমোদনক্রমে ফাঁদ মামলা পরিচালনাকারী টীমে অন্তর্ভুক্ত ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন।

১৩। এ আদেশ জারির দিন হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উল্লেখ্য, এ আদেশ জারির পূর্বে অনুসন্ধানাধীন অভিযোগ ও মামলার তদন্ত কার্যক্রম ইতোপূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ পূর্বের ধারাবাহিকতায় যথারীতি সম্পাদন করবেন।

১৪। এতদবিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ০৪-০১-২০১৮ তারিখের দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৬১৪(৩৮) নং স্মারকমূলে জারীকৃত অফিস আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং **দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৩৬৬৩**—দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-২ এ কর্মরত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কার্যের অধিক্ষেত্র নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হলো। অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তদারককারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান/তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
চট্টগ্রাম-২	চট্টগ্রাম-ঝ	আনোয়ারা, বাঁশখালী, বোয়ালখালী, চন্দনাইশ ও ফটিকছড়ি উপজেলা	জনাব অজয় কমার সাহা সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-২
	চট্টগ্রাম-ঞ	হাটহাজারী, লোহাগাড়া, মীরসরাই, পটিয়া ও রাঙ্গুনিয়া উপজেলা	মিসেস ফারজানা ইয়াসমিন সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-২
	চট্টগ্রাম-ট	রাউজান, সন্দ্বীপ, সাতকানিয়া, সীতাকুন্ড ও কর্ণফুলী উপজেলা	মিসেস নারগিস সুলাতানা সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-২
	চট্টগ্রাম-ঠ	কক্সবাজার সদর, উখিয়া, কুতুবদিয়া ও চকোরিয়া উপজেলা	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-২
	চট্টগ্রাম-ড	টেকনাফ, মহেশখালী, রামু, পেকুয়া, রোয়াংছড়ি ও বান্দরবান সদর উপজেলা	জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দিন উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-২
	চট্টগ্রাম-ঢ	লামা, আলীকদম, থানচি, নাইক্ষ্যংছড়ি, রুমা উপজেলা	জনাব মোঃ শরীফ উদ্দিন উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, চট্টগ্রাম-২

২। যে অপরাধের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সে অপরাধের ঘটনাস্থলের ভিত্তিতে অধিভুক্ত এলাকা নির্ধারিত হবে।

৩। অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে এই অধিক্ষেত্র অনুসরণ করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সজেকার উপপরিচালক কমিশনের অনুমোদনক্রমে একাধিক অধিক্ষেত্রে বা নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে কার্য সম্পাদনের জন্য কোন কর্মকর্তাকে অনুসন্ধান/তদন্ত কাজের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

৪। সজেকার অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালককে অভিযোগের তালিকার অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে অবহিত রেখে সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের যাচাই/বাছাই কমিটি-১, ২ ও ৩ (যার ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) এর আহ্বায়ক এর নিকট অভিযোগ প্রেরণ করবেন।

৫। কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও সজেকার উপপরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে কোন এলাকার অনুসন্ধান/তদন্ত করতে পারবেন।

৬। কোন কর্মকর্তার বদলিজনিত/অন্যান্য কারণে কোন অধিক্ষেত্রের দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তার পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক নতুন যোগদানকারী কর্মকর্তাকে উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদান করবেন। নতুন কোন কর্মকর্তাকে পদায়ন না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মাননীয় কমিশনার-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁর দপ্তরে কর্মরত অন্য কোন কর্মকর্তাকে তিনি উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদানপূর্বক প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

৭। অনুন্ধানাধীন কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন কোন মামলার তদন্তকালে তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বা কোন আসামী গ্রেফতারের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে যে কোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য পরিচালনা করতে পারবেন।

৮। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কমিশনের অনুমোদনক্রমে যেকোন অধিক্ষেত্রের অনুসন্ধান/তদন্ত কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

৯। সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১০। বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক-এর নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক-এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১১। কমিশন স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনবোধে যেকোন কর্মকর্তাকে যেকোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

১২। বিভাগীয় পরিচালক প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করতে উদ্যোগী হবেন। ফাঁদ মামলা পরিচালনা করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁর অধিক্ষেত্রাধীন কিংবা উপযুক্ত কারণে তাঁর অধিক্ষেত্র বহির্ভূত কোন কর্মকর্তাকে মাননীয় কমিশনার (তদন্ত)-এর অনুমোদনক্রমে ফাঁদ মামলা পরিচালনাকারী টীমে অন্তর্ভুক্ত ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন।

১৩। এ আদেশ জারির পর দিন হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উল্লেখ্য, এ আদেশ জারির পূর্বে অনুসন্ধানাধীন অভিযোগ ও মামলার তদন্ত কার্যক্রম ইতোপূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ পূর্বের ধারাবাহিকতায় যথারীতি সম্পাদন করবেন।

১৪। এতদ্বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ০৪-০১-২০১৮ তারিখের দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৬১৫(৩৮) নং স্মারকমূলে জারীকৃত অফিস আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং **দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৩৬৬৪**—দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রাঙ্গামাটি এ কর্মরত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কার্যের অধিক্ষেত্র নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হলো। অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তদারককারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান/তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি-ক	<u>রাঙ্গামাটি জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> কাউখালী, কাপ্তাই, জুরাছড়ি, নানিয়াচর, বাঘাইছড়ি ও বরকল	জনাব ফেরদৌসী আহসান সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, রাঙ্গামাটি
	রাঙ্গামাটি-খ	<u>খাগড়াছড়ি জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা ও মানিকছড়ি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, রাঙ্গামাটি

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি-গ	রাঙ্গামাটি জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি সদর, রাজস্থলী ও লংগদু	জনাব মুহাম্মদ জাফর সাদিক শিবলী উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, রাঙ্গামাটি
	রাঙ্গামাটি-ঘ	খাগড়াছড়ি জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা রামগড়, লক্ষীছড়ি ও মহালছড়ি উপজেলা	জনাব মোঃ আবুল বাশার উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, রাঙ্গামাটি

২। যে অপরাধের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সে অপরাধের ঘটনাস্থলের ভিত্তিতে অধিভুক্ত এলাকা নির্ধারিত হবে।

৩। অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে এই অধিক্ষেত্র অনুসরণ করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সজেকার উপপরিচালক কমিশনের অনুমোদনক্রমে একাধিক অধিক্ষেত্রে বা নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে কার্য সম্পাদনের জন্য কোন কর্মকর্তাকে অনুসন্ধান/তদন্ত কাজের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

৪। সজেকার অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালককে অভিযোগের তালিকার অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে অবহিত রেখে সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের যাচাই/বাছাই কমিটি-১, ২ ও ৩ (যার ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) এর আহ্বায়ক এর নিকট অভিযোগ প্রেরণ করবেন।

৫। কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও সজেকার উপপরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে কোন এলাকার অনুসন্ধান/তদন্ত করতে পারবেন।

৬। কোন কর্মকর্তার বদলিজনিত/অন্যান্য কারণে কোন অধিক্ষেত্রের দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তার পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক নতুন যোগদানকারী কর্মকর্তাকে উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদান করবেন। নতুন কোন কর্মকর্তাকে পদায়ন না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মাননীয় কমিশনার-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁর দপ্তরে কর্মরত অন্য কোন কর্মকর্তাকে তিনি উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদানপূর্বক প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

৭। অনুন্ধানাধীন কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন কোন মামলার তদন্তকালে তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বা কোন আসামী গ্রেফতারের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে যে কোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য পরিচালনা করতে পারবেন।

৮। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কমিশনের অনুমোদনক্রমে যেকোন অধিক্ষেত্রের অনুসন্ধান/তদন্ত কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

৯। সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১০। বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক-এর নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক-এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১১। কমিশন স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনবোধে যেকোন কর্মকর্তাকে যেকোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান প্রতিবেদন/তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

১২। বিভাগীয় পরিচালক প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করতে উদ্যোগী হবেন। ফাঁদ মামলা পরিচালনা করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁর অধিক্ষেত্রাধীন কিংবা উপযুক্ত কারণে তাঁর অধিক্ষেত্র বহির্ভূত কোন কর্মকর্তাকে মাননীয় কমিশনার (তদন্ত)-এর অনুমোদনক্রমে ফাঁদ মামলা পরিচালনাকারী টীমে অন্তর্ভুক্ত ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন।

১৩। এ আদেশ জারির পর দিন হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উল্লেখ্য, এ আদেশ জারির পূর্বে অনুসন্ধানাধীন অভিযোগ ও মামলার তদন্ত কার্যক্রম ইতোপূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ পূর্বের ধারাবাহিকতায় যথারীতি সম্পাদন করবেন।

১৪। এতদ্‌বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ০৪-০১-২০১৮ তারিখের দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৬১৮(৩৮) নং স্মারকমূলে জারীকৃত অফিস আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং **দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/৩৬৬৫**—দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা এ কর্মরত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কার্যের অধিক্ষেত্র নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ করা হলো। অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তদারককারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান/তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

সজেকার নাম	অধিক্ষেত্রের নম্বর	অধিক্ষেত্রের এলাকা	অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের বিবরণ	তদারককারী
কুমিল্লা	কুমিল্লা-ক	<u>কুমিল্লা জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> চান্দিনা, দাউদকান্দি, লাকসাম, ব্রাহ্মণপাড়া, হোমনা, মুরাদনগর, মেঘনা ও তিতাস উপজেলা	জনাব দেওয়ান শফিউদ্দিন আহম্মদ, সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, কুমিল্লা
	কুমিল্লা-খ	<u>কুমিল্লা জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> সদর দক্ষিণ, আদর্শ সদর, চৌদ্দগ্রাম, বরুরা, বুড়িচং, দেবীদ্বার, লাঙ্গলকোর্ট লালমাই ও মনোহরগঞ্জ উপজেলা	জনাব আবু হেনা আশিকুর রহমান, সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, কুমিল্লা
	কুমিল্লা-গ	<u>চাঁদপুর জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, কচুয়া, ফরিদগঞ্জ, মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিণ, হাইমচর ও শাহরাস্তি	জনাব মোঃ আহসানুল কবির পলাশ, সহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, কুমিল্লা
	কুমিল্লা-ঘ	<u>ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> আশুগঞ্জ, আখাউড়া, কসবা, নবীনগর ও নাসিরনগর	জনাব মোঃ সাহানুর হাসান, উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, কুমিল্লা
	কুমিল্লা-ঙ	<u>ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নিম্নবর্ণিত উপজেলা</u> বাঞ্ছারামপুর, বাহ্মণবাড়িয়া সদর, সরাইল ও বিজয়নগর	জনাব মোস্তফা বোরহান উদ্দিন আহম্মদ, উপসহকারী পরিচালক	তিনি তার অধিক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ তৎসহ মানিলন্ডারিং অপরাধ, ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসন্ধান/তদন্ত ও তদসংক্রান্তে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।	উপপরিচালক, দুদক, সজেকা, কুমিল্লা

২। যে অপরাধের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সে অপরাধের ঘটনাস্থলের ভিত্তিতে অধিভুক্ত এলাকা নির্ধারিত হবে।

৩। অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে এই অধিক্ষেত্র অনুসরণ করতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সজেকার উপপরিচালক কমিশনের অনুমোদনক্রমে একাধিক অধিক্ষেত্রে বা নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে কার্য সম্পাদনের জন্য কোন কর্মকর্তাকে অনুসন্ধান/তদন্ত কাজের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

৪। সজেকার অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালককে অভিযোগের তালিকার অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে অবহিত রেখে সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের যাচাই/বাছাই কমিটি-১, ২ ও ৩ (যার ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) এর আহ্বায়ক এর নিকট অভিযোগ প্রেরণ করবেন।

৫। কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও সজেকার উপপরিচালকগণ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে কোন এলাকার অনুসন্ধান/তদন্ত করতে পারবেন।

৬। কোন কর্মকর্তার বদলিজনিত/অন্যান্য কারণে কোন অধিক্ষেত্রের দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তার পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক নতুন যোগদানকারী কর্মকর্তাকে উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদান করবেন। নতুন কোন কর্মকর্তাকে পদায়ন না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মাননীয় কমিশনার-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁর দপ্তরে কর্মরত অন্য কোন কর্মকর্তাকে তিনি উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়িত্ব প্রদানপূর্বক প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

৭। অনুসন্ধানাধীন কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন কোন মামলার তদন্তকালে তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বা কোন আসামী গ্রেফতারের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজ অধিক্ষেত্রের বাইরে যে কোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য পরিচালনা করতে পারবেন।

৮। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কমিশনের অনুমোদনক্রমে যেকোন অধিক্ষেত্রের অনুসন্ধান/তদন্ত কার্য সম্পাদন করতে পারবেন।

৯। সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১০। বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক-এর নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন/তদন্ত প্রতিবেদন মতামতসহ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক-এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১১। কমিশন স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনবোধে যেকোন কর্মকর্তাকে যেকোন অধিক্ষেত্রে অনুসন্ধান/তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

১২। বিভাগীয় পরিচালক প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি ফাঁদ-মামলা পরিচালনা করতে উদ্যোগী হবেন। ফাঁদ মামলা পরিচালনা করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁর অধিক্ষেত্রাধীন কিংবা উপযুক্ত কারণে তাঁর অধিক্ষেত্র বহির্ভূত কোন কর্মকর্তাকে মাননীয় কমিশনার (তদন্ত)-এর অনুমোদনক্রমে ফাঁদ মামলা পরিচালনাকারী টীমে অন্তর্ভুক্ত ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন।

১৩। এ আদেশ জারির দিন হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উল্লেখ্য, এ আদেশ জারির পূর্বে অনুসন্ধানাধীন অভিযোগ ও মামলার তদন্ত কার্যক্রম ইতোপূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ পূর্বের ধারাবাহিকতায় যথারীতি সম্পাদন করবেন।

১৪। এতদ্‌বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ০৪-০১-২০১৮ তারিখের দুদক/প্রশাঃ ও লজিঃ/৬৩/২০০৭ (অংশ-৭)/ ৬১৬(৩৮) নং স্মারকমূলে জারীকৃত অফিস আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

ড. মোঃ শামসুল আরেফিন
সচিব।

রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়
২৯ গাইবান্ধা-১, জাতীয় সংসদের শূন্য আসনে নির্বাচন-২০১৮
জেলা নির্বাচন অফিস, গাইবান্ধা।

গণ-বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২২ মাঘ ১৪২৪/০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

নং ১৭.০৮.৩২০০.০০০.৩৬.০০১.১৮-৬৯—**গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১১ অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুসারে আমি, জি.এম. সাহাতাব উদ্দিন, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রংপুর অঞ্চল, রংপুর ও রিটার্নিং অফিসার এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, ২৯ গাইবান্ধা-১**, নির্বাচনি এলাকা হইতে জাতীয় সংসদের শূন্য আসন পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন ২২ মাঘ ১৪২৪/০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে **১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২৬.১৭-৫৩ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২৯ গাইবান্ধা-১**, নির্বাচনি এলাকার ভোটারগণকে উক্ত নির্বাচনি এলাকা হইতে একজন জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচি ঘোষণা করিয়াছেন :

(ক)	রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	:	০২ ফাল্গুন ১৪২৪ / ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ (বুধবার)
(খ)	রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ	:	০৪ ফাল্গুন ১৪২৪ / ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ (শুক্রবার)
(গ)	**প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ**	:	১১ ফাল্গুন ১৪২৪ / ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ **(শুক্রবার)**
(ঘ)	**ভোটগ্রহণের তারিখ**	:	**২৯ ফাল্গুন ১৪২৪ / ১৩ মার্চ ২০১৮** (মঙ্গলবার)

২। **পূর্বোল্লিখিত আদেশের ১১ অনুচ্ছেদের দফা (৩) অনুসারে ২৯ গাইবান্ধা-১**, নির্বাচনি এলাকার সকল বাসিন্দাদের জ্ঞাতার্থে আমি আরও **জানাইতেছি যে**, আগামী ০২ ফাল্গুন ১৪২৪/১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ অথবা উক্ত দিনের পূর্ববর্তী কোন দিনে (সরকারি ছুটির দিনসহ) সকাল ০৯:০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ০৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত উল্লিখিত নির্বাচনি এলাকা হইতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট হইতে আমার কার্যালয় (জেলা নির্বাচন অফিস, গাইবান্ধা) এ এবং আমার সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় (উপজেলা নির্বাচন অফিস, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা) এ মনোনয়নপত্র গৃহীত হইবে।

৩। উল্লেখ্য যে, প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১১ ফাল্গুন ১৪২৪/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শুক্রবার হওয়ায় ঐ দিন বিকাল ০৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রত্যাহারের আবেদন গ্রহণ করা হইবে।

জি.এম. সাহাতাব উদ্দিন
আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা
রংপুর অঞ্চল, রংপুর
ও
রিটার্নিং অফিসার।